সংবাদ

তারিখ 02 FEB 2016 ... ...
... ... কলাম ... ...

শিক্ষার সংকট এবং শিক্ষক

শাহ মো. জিয়াউদ্দিন

কিছুদিন আগে একটি সেমিনারে শ্রোতা হিসেবে শিক্ষা বিষয়ে বেশ গুরু-গম্ভীর আলোচনা শুনছিলাম। সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'উচ্চশিক্ষার সংকট' শিরোনামে। সেমিনারে বা সভা সমিতিতে ওজনদার কথাবার্তা বলে শিক্ষার সংকটের জন্য সরকার বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দায়ী করা খুবই সহজ, কিন্তু আত্মসমালোচনা বা আত্মসৃষ্ট সমস্যার সমাধানের করণীয় বের করা একটু কঠিন বলে মনে হলো সেমিনারে আসা বিদগ্ধজনের বক্তৃতা শুনে। আমাদের দেশে বা সমাজে সাম্প্রদায়িকতার Communal Approach শুধু ধর্মের ভিত্তিতে চিহ্নিত কারা হয়, এ পদ্ধতিতে সাম্প্রদায়িকতাকে নিরূপণ করাটা ঠিক না। এখানে Professionally communal Attitude সৃষ্টি হয়েও সমাজকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাই পেশাভিত্তিক এ বিষয়টাকে ও সহজ বাংলায় সাম্প্রদায়িকতা বলাটা ভুল হবে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তথা বাংলাদেশ সৃষ্টির মূল কারিগরের ভূমিকায় ছিল শিক্ষক সমাজ। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৬-এর ছয় দফা, ছাত্র সমাজের ১১ দফা আন্দোলনে মূল প্রভাবকের দায়িত্বে ছিল এ দেশের শিক্ষক সমাজ। তাছাড়া গ্রাম বাংলায় মুক্তবুদ্ধির চর্চার গ্রামের শিক্ষকরাই করতেন। দেখা গেছে গ্রামের মানুষ সৎ বুদ্ধি বা পরামর্শের জন্য শিক্ষকদের শরণাপন্ন হতেন। আজকের দিনে শিক্ষক সমাজের নৈতিক অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উচ্চ শিক্ষায় সংকট সেমিনারটিতে ঘুরেফিরে যা আলোচনা হলো তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে মুখ্য করে দেখা হয়েছে আর কিছু কথা হয়েছে তাদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবেও যে উচ্চ শিক্ষায় সংকট হতে পারে তা সেমিনারে তেমনভাবে আলোচিত হয়নি, তাছাড়া অন্য বিষয়গুলোর গুরুত্ব ছিল কম। কারণ এ সেমিনারটির স্পন্সর উদ্যোক্তা একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক। সেমিনারটিতে স্পন্সর উদ্যোক্তা শিক্ষকের Professionally Communal Attitude ফুটে উঠেছে সেমিনারের পুরো পটভূমিতে। যার জন্য সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রভাব যে কারণে উচ্চশিক্ষায় সংকট হতে পারে তা আলোচনায় আসেনি। শিক্ষার উৎস বা শুরুর তৃণমূল পর্যায় হলো প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। এ দুটি স্তরে বিদ্যমান সংকট দূর করতে না পারলে কোন দিনই উচ্চশিক্ষার সংকট নিরসন হবে না। কিন্তু অদ্ভুত বিষয়, দেশের উচ্চস্তরের যারা শিক্ষা দান করেন তারা উৎসমুখের শিক্ষার সমস্যাগুলো কোন দিন আমলে নেন না। এই উচ্চ স্তরের শিক্ষকরা নিজেদের জন্য সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আদায় করতে ব্যস্ত। বর্তমানে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রশাসনের আমলাদের সঙ্গে তাদের স্ট্যাটাস সমকরণের আন্দোলনে ব্যস্ত, প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে তারা আন্দোলন স্থগিত করেছেন। কিন্তু আমলারা যেভাবে সমগোত্রীয়দের স্বার্থ দেখেন শিক্ষকরা কিন্তু তা সেভাবে দেখেন না। একজন তৃণমূল পর্যায়ের কর্মচারীর স্বার্থ একজন আমলা যেভাবে সুরক্ষিত করতে চান একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সেভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষটির কথা ভাবেন না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদমর্যাদার বিষয়টি ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাই তারা বেশ কিছুদিন ক্লাস নেননি। সরকার বর্তমানে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য সিনিয়র সচিব পদটি সৃষ্টি করায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পদমর্যাদার বিষয়টি প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সরকার যখন এ ধরনের পদ সৃষ্টি করে তখন কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কোন কথাই বলেননি। এই পদ সৃষ্টির কালে শিক্ষকরা কোন আন্দোলন-সংগ্রামও করেননি এমন কি তারা এ প্রশ্নও তোলেননি এ পদের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে শিক্ষকদের পদমর্যাদা কি হবে তা নিয়ে। তাই এর প্রেক্ষিতে এখানে একটি প্রশ্ন এসে যায়, আসলে কি দেশের প্রশাসন যন্ত্রের জন্য সিনিয়র সচিবের পদটি কি খুবই জরুরি ছিল। আজকের দিনে এ কথা বলা যায় যে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এই সময় সিনিয়র সচিবের পদটি মেনে নিয়েছিলেন। কারণ এই সময় তারা এই বিষয়টি নিয়ে তাদের কোন প্রকার সমস্যা হতে পারে তা আলোচনায় আনেননি। সচিব দিয়ে প্রশাসনের সব কাজ সম্পন্ন করা গেলে সিনিয়র সচিবের আদৌ প্রয়োজন আছে কি? এই পদটি সৃষ্টির ফলে প্রশাসনিক ব্যয় বেড়েছে। দেশের শিক্ষকরা রাষ্ট্র তথা সমাজের কতটা মঙ্গল চান তা তাদের আচরণ দেখে বোঝা যায়। জনগণ আশা করেছিল দেশের শিক্ষকরা সমাজের দর্পণ হিসেবে সরকারকে ভালোমন্দ দিকটা বোঝাতে সক্ষম হবে। সিনিয়র সচিব পদ সৃষ্টি করায় সরকারের তথা রাষ্ট্রের ব্যয় বেড়েছে সেদিকে শিক্ষকদের কোন প্রকার ভ্রুক্ষেপ নেই। এখন দেখা যাচ্ছে সরকার সৃষ্ট নব পদমর্যাদায় তারা নিজেদের স্থলাভিষিক্ত করার আন্দোলনে ব্যস্ত। রাষ্ট্রীয় কর্মচারীর পদ কাঠামোর জন্য সিনিয়র সচিবের পদটি কি আদৌ প্রয়োজন ছিল? উচ্চশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়োজিত শিক্ষকরা সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি।

তাছাড়া বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকরা প্রচলিত পাঠ্যসূচির বিষয়গুলো কতটুকু বোঝেন তা নিয়েও নানা প্রশ্ন গণমাধ্যমে দেখা যায়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায় সৃজনশীল বিষয়গুলো শিক্ষকরা নিজেরাই বোঝেন না। আর যারা শিক্ষক নেতা তারা অনেক কিছু বোঝেন না এবং অনেক বিষয়ে তাদের জ্ঞানও অনেক কম। অথচ এই শিক্ষক নেতারা নিজেদের শিক্ষক এবং শিক্ষা আন্দোলনের নেতা হিসেবে দাবি করেন। বাকবিশিস নামে একটি শিক্ষক সংগঠনের জেলা নেতা অর্থাৎ সম্পাদকের সঙ্গে কথা হয় দেশের প্রচলিত শিক্ষাসূচি নিয়ে, তিনি তো মহাজ্ঞানী হিসেবে নিজেকে জাহির করেন। তাকে প্রশ্ন করা হয় আপনি জানেন কি মাদ্রাসা শিক্ষাকে স্কুল শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হচ্ছে, সে তখন নির্বিকার, যখন বলা হলো পাঠ্যপুস্তকের পাঠক্রমের সমন্বয় করার জন্য মাদ্রাসা পাঠ্যবইয়ে স্কুলের পাঠ্যবইয়ের বিষয়টি একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয়েছে যার অন্তর্নিহিত ভাবটিতে সাম্প্রদায়িকতা ফুটে উঠছে, সে উল্লেখ বিষয়টি আদৌ জানেন না, এতে বোঝা গেল এ নিয়ে তার কোন চর্চা নেই। কথা বলে জানা গেল তার বর্তমান শিক্ষাদানের জ্ঞানের দৌড়, সে ভালো করে জানে না যে দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এনটিসিবি কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বাইরে অন্য বইও পড়ানো হয়। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক মাধ্যমিক পর্যন্ত অথচ ওই শিক্ষক নেতা এটাও জানে না যে এই বাধ্যতামূলক শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতিতে হিন্দু ধর্ম শিক্ষা পাঠদানের জন্য দেশের অনেক নামকরা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়গুলোতে হিন্দু ধর্মের অনুসারী কোন শিক্ষককে পদায়ন করা হয়নি। এই হলো দেশের কথিত শিক্ষা আন্দোলনের নেতাদের জানা এবং জ্ঞানের দৌড়। অথচ এরাই নিজেদের শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত হিসেবে দাবি করেন। আর এ ধরনের নেতাদের নেতৃত্বে আদৌ কি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন উন্নয়ন ঘটবে। এরা শুধু নিজেদের মহাপণ্ডিত বলে দাবি করতে পারেন। কথিত কিছু প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা এ ধরনের শিক্ষক নেতাদের মূল্যায়ন করে প্রগতির ধারা রাজনীতির বারোটা বাজিয়েছেন। তাছাড়া দেশের অনেক কথিত প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ আজ অনৈতিকতায় নিমজ্জিত। এরা নিজেদের আর্থিক স্বার্থ হাসিলের জন্য এ ধরনের শিক্ষক নেতাদের গুরুত্ব দিচ্ছে।

শিক্ষাকে বেসরকারি করে তাকে বাণিজ্য পণ্যে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ায় শিক্ষকরাই বড় ভূমিকা রাখছেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা দেশের সর্বোচ্চ পদমর্যাদাটা চাইছেন অথচ এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালিত। তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগতমান বাড়ানোর লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালায়। তাদের এই প্রচেষ্টায় দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গুণগত মানের তালিকায় শীর্ষ উঠে এসেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণগত মানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা এবং দিকনির্দেশক প্রায় ক্ষেত্রে দিয়ে থাকেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুজিবাদীদের অর্থায়নে গড়ে উঠেছে যেখানে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির যোগসাজশ রয়েছে তাই দেখা যায় যে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পরোক্ষভাবে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিকে সহযোগিতা করছেন শিক্ষাকে পণ্যে রূপান্তরিত করার জন্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা পার্টটাইম চাকরি করেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু মাঝে মাঝে তাদের আচরণ দেখে মনে হয় তারা পার্টটাইম চাকরিটা করেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশে বিভিন্ন নামে রয়েছে শিক্ষক সংগঠন। এই শিক্ষক সংগঠনগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় রমরমা ব্যবসা করছে কোচিং সেন্টারগুলো এবং গাইডবুক প্রকাশকরা। বর্তমানে পাঠ্যসূচিতে অনুমোদন দেয়া হয়নি এমন পাঠ্যবইও পড়ানো হয় শিক্ষার্থীদের। আর এই অননুমোদিত বইয়ের রচয়িতা কোন কোন শিক্ষক। গত ২৪ জানুয়ারি /১৬ তারিখের দৈনিক যায়যায়দিন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের তথ্যর ভিত্তিতে জানা যায়, শরীয়তপুর সদর উপজেলা শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তারা সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে প্রকাশকদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নিয়ে অননুমোদিত নিম্নমানের ব্যাকরণ ও গ্রামার বই বিদ্যালয়গুলোর জন্য পাঠ্য করেছেন।

ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় শিক্ষার পাতা নামে একটি বিভাগ বের হয়। এই বিভাগে থাকে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের লেখা নিয়ে একটি প্রকাশনা। মূলত শিক্ষকরা শ্রেণীভিত্তিক পাঠ্যসূচির নোট বই উপযোগী লেখা এ বিভাগে লিখে থাকেন। সরকারিভাবে নোট বই সব শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের জন্য নিষিদ্ধ তারপরও দৈনিক পত্রিকায় পাতায় শিক্ষকরা অধ্যায়ভিত্তিক নোট বই লিখে যাচ্ছেন। দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রটি দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকরা কি দেখেন। যদি দেখতেন তাহলে কেন তারা এই অনিয়মগুলো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন না। আবার একটি বিষয় চিন্তা করলে বোঝা যায়, তারা নিজেরাইতো অনিয়মের অতল গহ্বরে ডুবে আছেন। অন্যের অনিয়ম ধরবেন কিভাবে। আমলাদের অনিয়ম এবং শিক্ষকদের অনিয়ম দুয়ের মাঝে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কারণ আমলার অনিয়মে যে দুর্নীতির সৃষ্টি হয় তাতে জাতির আর্থিক ক্ষতি হয় কিন্তু শিক্ষার অনিয়মের প্রভাবে সারা জাতি জীবনের তরে অনৈতিকতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যায়। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অনিয়মের নেপথ্যে কাজ করছে শিক্ষকেরাই তাই শিক্ষার সংকট কাটাতে হলে শিক্ষকদের অনিয়ম দূর করতে হবে। শিক্ষার মূল সংকট শিক্ষকরাই। তাই প্রশাসনিকভাবে হস্তক্ষেপ করে শিক্ষকদের অনিয়ম দূর করা প্রয়োজন।

[লেখক : কলামিস্ট]